দৈনিক জনকণ্ঠ

FEB. 09 2002

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি বাফুফের ভাগ্য বরণ করতে যাচ্ছে? নির্বাচিত ভিসির অপসারণে বহির্বিশ্বে ক্ষোভ

ইলিয়াস খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) মতো ভাগ্যবরণ করতে যাচ্ছে? ১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন আইন অনুযায়ী নির্বাচিত উপাচার্যকে শত বছরের পুরনো আইন দিয়ে অপসারণ করায় এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। উপাচার্য অপসারণের খবর বিশ্বের বিখ্যাত সব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে চাউর হয়ে যাওয়ার পর তাঁরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এই অপসারণকে তাঁরা উল্লেখ করেছেন, 'একাডেমিক ডিসিপ্লিন'-এ হস্তক্ষেপ হিসাবে। জানা গেছে, তাঁরা অপসারিত উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীকে চিঠি ও ই-মেইলের মাধ্যমে সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বন্ধ করে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। একই সঙ্গে সার্ক ও কমনওয়েলথ বৃত্তি বন্ধ করে দেয়ার উপক্রম হয়েছে।

উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশ

(১১- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১২-এর পাতার পর)

ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচিত কমিটি বাতিল করে। বিষয়টি আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনকে (ফিফা) জানালে ১০ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ফুটবলে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। যদিও পরবর্তীতে বাফুফে কমিটি পুনর্বহাল করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন আইন অনুযায়ী উপাচার্যের পদ শূন্য হলে সিনেট সদস্যদের ভোটে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচিত হবে। নির্বাচিত তিনজনের এই প্যানেল থেকে যে কাউকে চ্যান্সেলর (রাষ্ট্রপতি) চার বছরের জন্য উপাচার্য নিয়োগ করবেন।

এই নিয়মেই দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত হয়ে অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী ২০০০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর গত বছরের ১২ নবেম্বর ১৮৯৭ সালে প্রণীত জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্টের মাধ্যমে আজাদ চৌধুরীকে অপসারণ করা হয়। এই এ্যাক্ট অনুযায়ী, যিনি নিয়োগ দেন তিনি অপসারণ করতে পারেন। মূলত ব্রিটিশ শাসকরা উপমহাদেশের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দমিয়ে রাখার জন্য এই এ্যাক্ট প্রণয়ন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই এ্যাক্ট প্রয়োগ করে উপাচার্য অপসারণের ঘটনা এই প্রথম। এর আগে ১৯৯২ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিনকে বিএনপি সরকার এবং ১৯৯৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইউসুফ আলীকে আওয়ামী লীগ সরকার এই আইনে অপসারণ করে।

জানা গেছে, অপসারণের পর অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী তাঁর পরিচিত বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে